সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প

প্রকাশকাল

- সুভা গল্পটি মাঘ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত।

অনুবাদ

- অনাথনাথ মিত্র ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় গল্পটি ইংরেজি অনুবাদ করেন।

- ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্র মোহন বাগচী **New India** নামের ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় এই গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করেন। এটিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ।

সুভা ও প্রকৃতি

- সুভা' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে সুভাকে অঙ্কন করে প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতি ও সুভা যেন অদ্বৈত সত্তা। তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত চরিত্র সমগ্র প্রতিবেশ, কাহিনি বিভিন্ন অংশ আবর্তিত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে তাকে সমার্থক দেখাবার জন্য তার মনোজগতের ভাষার পূর্ণতা দিয়েছেন প্রকৃতির সাযুজ্যে।

সুভাষিণী নামের তাৎপর্য

- সুভাষিণী সুভার আসল নাম, ভাষা যাঁর সু অর্থাৎ পবিত্র , সুন্দর।
- গল্পে সুভা বোবা অর্থাৎ শব্দহীন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন সুভার ভাষা আছে, সে ভাষা চোখের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা। আর সুভার ভাষা সুভার মতোই নিষ্পাপ এবং পবিত্র।

ধন্যবাদ